দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... APR. 1 2 1999

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩ ...

154

প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমস্যা সমাধানের আবেদন

১৯৭৩ সনে সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ করার পর প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয় নাই। বরঞ্চ অতীতের কোন কোন সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের ভাগ্য নিয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছেন। দুই দশক ধরিয়া সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার পদে যে পদোন্নতির ব্যবস্থা ছিল তাহা বন্ধ করিয়া অদক্ষ লোক দ্বারা থানা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের পদ পূরণ করা হইতেছে। তাহাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সরাসরি বিএড/এমএড প্রশিক্ষণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিয়োগ বিধি পরিবর্তন করিয়া শিক্ষকদের পদোন্নতি বন্ধ করার ফলে শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করিতেছে।

উল্লেখ্য, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং পিটিআই-এর সুপার/সহঃসুপার পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যে যোগ্যতা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় থানা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর বিভাগ/শ্রেণী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে চাওয়া হয়। ইহাও কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকদের হতাশার একটি কারণ।

প্রাথমিক শিক্ষকরা যাহাতে এই হতাশা হইতে মুক্ত হইয়া দেশের শিক্ষা বিস্তারে যথাযথ ভূমিকা রাখিতে পারে তাহার জন্য সরকারের বিবেচনার্থে কয়েকটি সুপারিশ রাখিতেছি।

১। প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সহকারী শিক্ষকদের মধ্য হইতে স্নাতক-স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

২। প্রধান শিক্ষকদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার পদে শূন্য পদের ৭৫% পদোন্নতির ব্যবস্থা করা। ৩। বি,এড/এম,এড প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের সরাসরি ভর্তির ব্যবস্থা করা। ৪। প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে অদক্ষ ও প্রশিক্ষণবিহীন অফিসার নিয়োগ বন্ধ করা। ৫। শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার বৈষম্য দূর করা। ৬। সহকারী প্রধান শিক্ষক পদের জন্য আলাদা বেতন স্কেল চালু করা। ৭। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী হইতে শিক্ষকদের বাদ দেওয়া এবং বৈষম্য দূর করিয়া সকল বিদ্যালয়ে এ কর্মসূচী চালু করা। ৮। উচ্চ ডিগ্রীধারী শিক্ষকদেরকে অন্যান্য অফিসের ন্যায় উচ্চতর বেতন ভাতা প্রদান করা।

উপরে উল্লেখিত সুপারিশসমূহ বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীত আবেদন করিতেছি।

এম. লুৎফর রহমান,
প্রধান শিক্ষক,
১০নং আমতলী সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়,
দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ।